



শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিয়ে তাকে আনন্দ করছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বছরের একেবারে শুরুতে বিনামূল্যে বই পেয়ে হাসি ফুটেছে এই শিশুদের মুখে। রাজধানীর আজিমপুর গার্লস স্কুল আন্ড কলেজ থেকে গতকাল সকালে ছবিটি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম।

বই দিয়ে কথা রেখেছি

প্রথম পৃষ্ঠার পর
শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণের জন্য ১৮ কোটি ৬৮ লাখ ২৬ হাজার ৯৫০টি পঠ্যাবই মুদ্রিত হয়েছে। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে: প্রাথমিকের সাত কোটি ৮০ লাখ ১০ হাজার ৯০৭টি, ইকেন্দারিয়ার এক কোটি ৭৪ লাখ ৯৩ হাজার ২০৮টি, মাধ্যমিকের সাত কোটি ৪৭ লাখ সাত হাজার ২২২টি, দাখিলের এক কোটি ৫০ লাখ ৬৩ হাজার ১৪৬টি এবং কারিগরি স্তরের ১৬ লাখ ৪০ হাজার ৪৩৭টি।
বই ছাপার এই বিশাল কর্মসূচি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কাছে সরকার সময়মতো বই সরবরাহ যে ওয়ান করেছিল, তা পূরণ করেছে। সরকারের এ সফলতায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে গুণগত পরিবর্তন আসবে এবং স্বল্পে পড়ার হার কমেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
যেহেতু এ-রাতের কার্যক্রমের যথাযথভাবে পালনের জন্য মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় জাতীয় সাংসদ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, শিক্ষাসচিব নৈয়ম আতাউর রহমান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পঠ্যাপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমান-উর-রশিদ, আজিমপুর গার্লস স্কুল আন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হোসেন আরা বেগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বললেন ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময়মতো বই দিয়ে কথা রেখেছি

শিক্ষামন্ত্রী বললেন
ছাত্রছাত্রীদের হাতে
সময়মতো বই দিয়ে
কথা রেখেছি

নিজস্ব প্রতিবেদক •

২০১০ শিক্ষাবর্ষের প্রথম কার্যদিবসে গতকাল শনিবার দেশের মাধ্যমিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সমন্বয়িত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিন্ডিকেট অনুষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বই বিতরণ শুরু করেছে। দেশের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বছরের প্রথম কার্যদিবসে গতকাল প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে।
শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল রাজধানীর আজিমপুর গার্লস স্কুল আন্ড কলেজ কয়েকজন ছাত্রীর হাতে বই তুলে দিয়ে পঠ্যাবই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ ছাড়া মন্ত্রী দানমন্ডি বাজার হাইস্কুল ও আরমানশিটলা হাইস্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ করেন।
২০১০ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন স্তরের ১৮ কোটি ৬৮ লাখ ৬২ হাজার ৫২৯টি এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭